

ভূমিকম্প সতর্কতা

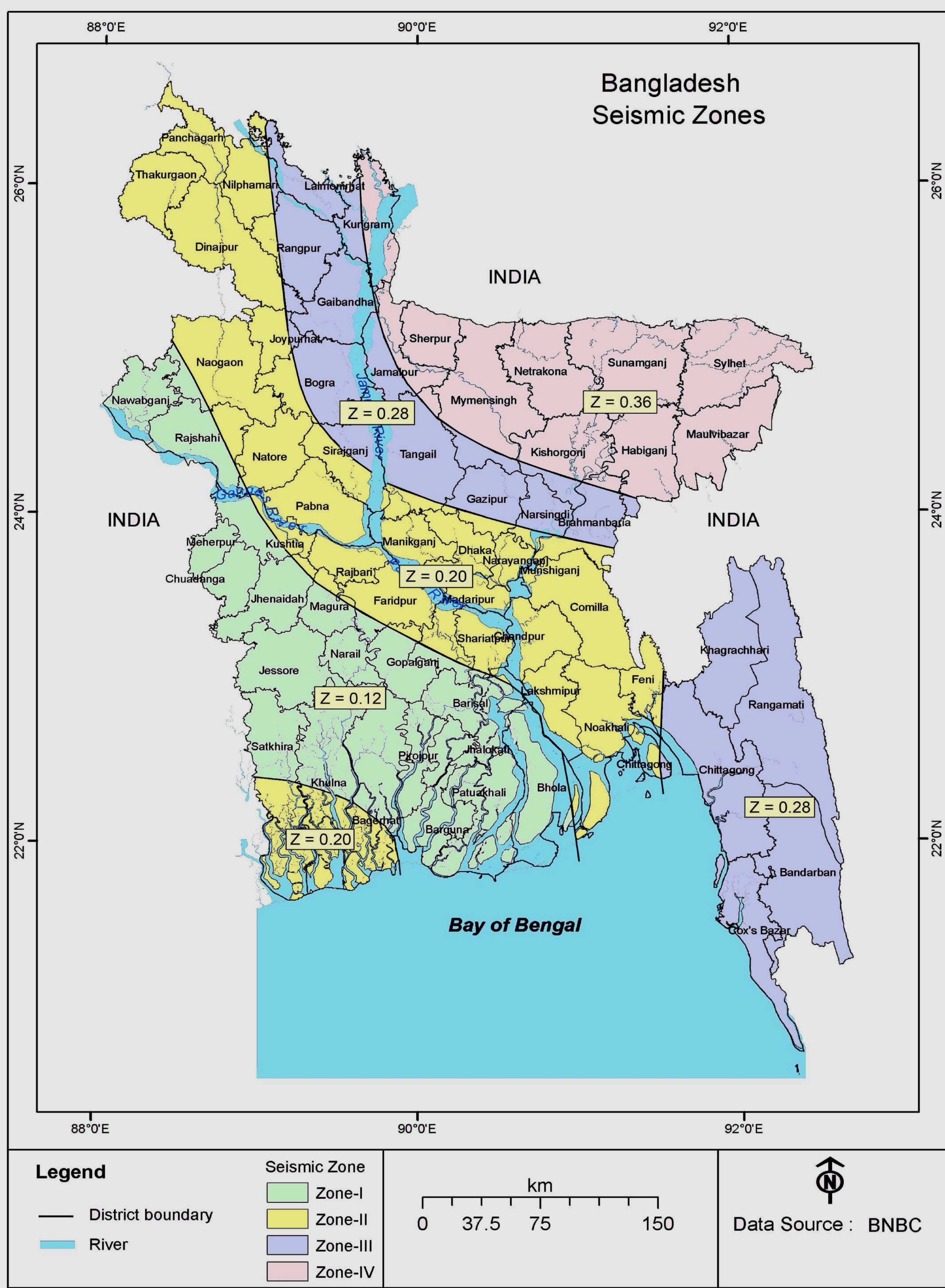
বাংলাদেশকে ৪টি ভূমিকম্প জোনে ভাগ করা হয়েছেঃ

জোন ১ (কম ঝুঁকিপূর্ণ) - বরিশাল, খুলনা, যশোর, রাজশাহীসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল।

জোন ২ (সহনীয়) - ঢাকা, দিনাজপুর, পাবনা, কুমিল্লা, নোয়াখালীসহ নিম্ন মধ্যাঞ্চল।

জোন ৩ (ঝুঁকিপূর্ণ) - চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, গাজীপুর, টাংগাইল, সিরাজগঞ্জ, রংপুরসহ উচ্চ মধ্যাঞ্চল।

জোন ৪ (অধিক ঝুঁকিপূর্ণ) - বৃহত্তর সিলেট, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর।



আপনার এলাকা কোন ভূমিকম্প জোনে পড়েছে এবং কত মাত্রার ভূমিকম্প সহনীয় এসব বিবেচনা করে বিল্ডিং কোড অনুযায়ী ডিজাইনের ব্যাপারটি আপনার ইঞ্জিনিয়ারের সাথে কথা বলে নিশ্চিত হয়ে নিন।

ভূমিকম্প একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বাড়ি ভূমিকম্প সহনশীল হলেও ভূমিকম্পের সময় দুর্ঘটনা এড়াতে এবং ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়—

ভূমিকম্পের সময় করণীয় বিষয় বা সতর্কতাঃ

- ▶ ভূমিকম্প ঝাঁকুনির সংগে সংগে ভয় পেয়ে উঁচু দালানের উপর থেকে লাফ দিবেন না, মাথা ঠাণ্ডা রাখুন। আতংকগ্রস্ত হয়ে দৌঁদৌঁড়ি করলে হতাহতের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।
- ▶ ভবন থেকে নামার সময় সিঁড়ি ব্যবহার করুন; কখনই লিফট ব্যবহার করবেন না। বিদ্যুৎ বিপর্যয়, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি কারনে লিফট বন্ধ হয়ে মৃত্যুকূপে পরিণত হতে পারে।
- ▶ ইট, কাঠ ব্যবহার্য জিনিসপত্র ইত্যাদি ছুটে এসে যাতে মাথায় আঘাত করতে না পারে বালিশ বা হাত দিয়ে মাথা রক্ষা করুন।
- ▶ দ্রুত বৈদ্যুতিক মেইন সুইচ ও গ্যাসের চুলা বন্ধ করুন; অন্যথায় দালানে আগুন লেগে যেতে পারে।
- ▶ ঘর থেকে বের হওয়া না গেলে ইটের গাঁথুনির ভারবাহী দেওয়ালের বেলায় ঘরের কোণে এবং কলাম-বিম ফ্রেমে তৈরি দালানের বেলায় কলামের গোড়ায় অথবা শক্ত খাট বা টেবিলের নিচে আশ্রয় নিন। এতে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে আহত বা নিহত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।
- ▶ গাড়িতে থাকলে কখনো সেতুর উপর গাড়ি থামানো যাবে না। বৈদ্যুতিক লাইন, বড় গাছ বা দালান থেকে নিরাপদ দূরত্বে থামান। গাড়ির ভেতরে বা পাশে অপেক্ষা করুন।
- ▶ ভূমিকম্পের সময় কলামের গোড়ায় অবস্থান নিন।
- ▶ ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেলে নীচ তলা বা পার্কিং-এ অবস্থানকারী ভবন থেকে বের হয়ে নিরাপদ দূরত্বে রাস্তায় অবস্থান নিন।
- ▶ ঘর থেকে বের হওয়ার সময় ইলেকট্রিক মেইন সুইচ এবং গ্যাসের লাইন বন্ধ করে দিন।
- ▶ ভূমিকম্পের সময় কোন ভাবেই লিফট ব্যবহার করবেন না।